দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ ... 02 NOV 1992 ...
পৃষ্ঠা ... ১ ... কলাম ... ৮ ...

সংসদে জনগুরুত্বসম্পন্ন মনোযোগ আকর্ষণী নোটিশ

পলিটেকনিক শিক্ষকদের কর্মবিরতির ফলে কারিগরি শিক্ষা সম্পূর্ণ অচল হয়ে পড়েছে

।। সংসদ রিপোর্টার ।।

গতকাল জাতীয় সংসদে একটি জরুরী জনগুরুত্বসম্পন্ন বিষয়ের ওপর এক মনোযোগ আকর্ষণী নোটিশে সংসদ সদস্য ডাঃ এ, কে, এম, আমজাদ বলেছেন, দেশের পলিটেকনিক শিক্ষকদের কর্মবিরতির ফলে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সেক্টর কারিগরি শিক্ষা সম্পূর্ণ অচল হয়ে পড়েছে। ডাঃ আমজাদের এ নোটিশের উত্তরে শিক্ষামন্ত্রী ব্যারিস্টার জমির উদ্দিন সরকার বলেন, আমরা ইতিমধ্যেই সংশ্লিষ্ট মহলের সাথে আলাপ-আলোচনা করেছি। এ ব্যাপারে একটি সমঝোতা হয়েছে এবং কর্মবিরতিও প্রত্যাহার করা হয়েছে।

ডাঃ আমজাদ তার এ নোটিশে বলেন, গত সেপ্টেম্বর মাস থেকে বাংলাদেশ পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট শিক্ষক সমিতির আহবানে ১০ দফা দাবী বাস্তবায়নের লক্ষ্যে দেশের পলিটেকনিক শিক্ষকগণ অবিরাম কর্মবিরতি পালন করে আসছেন। পলিটেকনিক শিক্ষকদের এ কর্মবিরতির ফলে দেশের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি সেক্টর কারিগরি শিক্ষা সম্পূর্ণ অচল হয়ে পড়েছে। ২১ সেপ্টেম্বর থেকে এ পর্যন্ত বাংলাদেশ পলিটেকনিক শিক্ষক সমিতি কর্তৃক নিয়মতান্ত্রিকভাবে সাংবাদিক সম্মেলন, মৌন মিছিল, প্রধানমন্ত্রীর নিকট স্মারকলিপি প্রদান করাসহ প্রতিটি শাখা ও কেন্দ্রের পক্ষ থেকে প্রধানমন্ত্রীর নিকট জরুরী টেলিগ্রাফ করা হয়েছে। এতদসত্ত্বেও সরকার পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট শিক্ষকদের ন্যায়সঙ্গত দাবী-দাওয়ার ব্যাপারে একেবারেই নীরব, নিশ্চুপ। এতে ক্ষতি হচ্ছে দেশের, ক্ষতি হচ্ছে দেশের জনগণের। কাজেই সরকারের এ নীরবতা, উদাসীনতা চলতে থাকলে দেশে কারিগরি শিক্ষা ধ্বংস হয়ে যাবে।

প্রসঙ্গ : প্রশ্নপত্র ফাঁস

দিবসের দ্বিতীয় মনোযোগ আকর্ষণী নোটিশে চট্টগ্রাম থেকে নির্বাচিত জামায়াতে ইসলামীর সংসদ সদস্য জনাব শাহজাহান চৌধুরী বলেন, ১৯৯১ সালে কুমিল্লা বোর্ডের এসএসসি পরীক্ষা চলাকালীন সময়ে নির্ধারিত তারিখের পূর্বে প্রশ্নপত্র ফাঁস হয়ে যায়। ইংরেজী ও অংকসহ অন্যান্য বিষয়ে একইভাবে প্রশ্নপত্র ফাঁস হয়— যার ফলে উক্ত সালের পরীক্ষা দু'বার অনুষ্ঠিত হয়। প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী জনাব বদরুদ্দোজা চৌধুরী এ ঘটনার শুধু তদন্ত করার জন্যে তিনজন সংসদ সদস্যসহ একজন বিচারপতিকে চেয়ারম্যান করে আট সদস্যবিশিষ্ট একটি প্রশ্নপত্র ফাঁস তদন্ত কমিটি গঠন করেন। এ কমিটির সদস্যবৃন্দ কঠোর পরিশ্রম করে ও বিভিন্ন স্থান সফর করে প্রয়োজনীয় রিপোর্ট সংগ্রহ করেন। এ ব্যাপারে কমিশন শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে একটি তদন্ত রিপোর্টও সুপারিশসহ পেশ করেন। কিন্তু অদ্যাবধি এ রিপোর্ট বাস্তবায়ন সম্পর্কে কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করেনি।

তার এ নোটিশের উত্তরে শিক্ষামন্ত্রী ব্যারিস্টার জমির উদ্দিন সরকার বলেন, এ সুপারিশ পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বাস্তবায়ন করা হবে। স্পীকার শেখ রাজ্জাক আলী বলেন, বিষয়টি আসলেই খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিধায় এটি আমি শিক্ষা মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটিতে পাঠালাম।

দিবসের তৃতীয় মনোযোগ আকর্ষণী নোটিশটি ছিল বিএনপি'র লুৎফুননেসা হোসেনের। বেগম হোসেন তার এ নোটিশটিতে বলেন, ময়মনসিংহ শহরে অবস্থিত শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদীনের ৭০টি চিত্রকর্ম সমৃদ্ধ সংগ্রহশালা থেকে গত ২ মে ১৭টি চিত্রকর্ম চুরি হয়ে গেছে। দুঃখজনক হলেও সত্য যে, এখন পর্যন্ত সন্দেহজনক একজনকে মাত্র গ্রেফতার করা হয়েছে। আর কিছুই করা হয়নি। তিনি বলেন, একটি জাতীয় সংগ্রহশালা থেকে চিত্র চুরির ঘটনা অত্যন্ত লজ্জাজনক।

তার এ বক্তব্যের উত্তরে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী জনাব আবদুল মতিন চৌধুরী বলেন, এটি হচ্ছে একটি ব্যক্তিগত চিত্রকর্ম সংগ্রহশালা। ৭০টি চিত্রকর্ম ছিল এতে। এর মধ্যে ১৭টি চুরি হয়ে গেছে। চুরির দিন রাতে চোর সংগ্রহশালার দারোয়ানের হাত পা বেঁধেই এ চিত্রকর্মগুলো নিয়ে যায়। জনাব মতিন বলেন, এ ঘটনার সাথে জড়িত থাকার সন্দেহে পুলিশ একজনকে গ্রেফতার করেছে। আরো যারা এর সাথে জড়িত রয়েছে তাদেরকে ধরার জন্যে গোয়েন্দা সংস্থাকে দায়িত্ব দেয়া হয়েছে।